DEC. 1 9 2000

ভোরের কাগজ

116

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

শিক্ষাক্ষেত্রের চিত্র

গত ১০ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সংখ্যাগত বৃদ্ধি ছাড়া প্রকৃত অর্জন খুবই সীমিত। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীও রোববার এক কর্মশালায় স্বীকার করেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। বাস্তবিক, শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা যে ভালো নয় এবং সঙ্কট যে দিনকে দিন ঘনীভূত হচ্ছে তা বোঝার জন্য কোনো পরিসংখ্যানবিদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অগ্রগতি হয়েছে যে সাক্ষরতার হার বেড়েছে। তবে সাক্ষরতার হার ঠিক কতো তা নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৪ ভাগ। সরকারি পর্যায়ে যেসব সাক্ষরতা অভিযান মাঝে মাঝে চালানো হয় তার স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আর দশটা সরকারি কর্মসূচির মতো যে কোনো উপায়ে 'লক্ষ্যমাত্রা পূরণের' উদ্দেশ্য নিয়ে দায়সারাভাবে এসব কর্মসূচি চালানো হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, যদি এ পরিসংখ্যান ঠিকও হয় তা হলেও সাক্ষরতার মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যে সর্বগ্রাসী সঙ্কট ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার প্রধান দিকটিই হলো শিক্ষার মানের অবনতি। তাই সবার জন্য শিক্ষার স্লোগান দিয়ে আসলে কি মানের শিক্ষাদান করা হচ্ছে এ কথাটি নীতিনির্ধারকদের ভাবতে হবে। স্কুল পর্যায়ে একদিকে মধ্য ও উচ্চবিত্ত শহরবাসী সমাজে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যের চেহারা দিচ্ছে, অপরদিকে গ্রামীণ সমাজে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের মান ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে। এক সময় শিক্ষকতা পেশা হিসেবে যে সম্মান, মর্যাদা ও আর্থিক দিকে আকর্ষণীয় ছিল তা আজ একেবারেই নেই। বরং স্কুল-কলেজগুলোর ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা এখন এমন করা হয়েছে যে ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক হারে পাশ না করলে স্কুল কলেজগুলোর অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়। ফলে পাশের হার বাড়ানোর জন্য এখন স্কুল-কলেজগুলোর পরিচালনা বোর্ড ও একশ্রেণীর শিক্ষক মিলে এখন পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এ অবস্থায় শিক্ষার মানেরই বা কি করে উন্নতি হবে, আর স্কুল-কলেজ-ডিগ্রির সার্টিফিকেটেরই বা কি মূল্য থাকবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এই শিক্ষাগ্রহণকারীরা কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকবে?

শিক্ষার মানের অবনতি রোধ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্যের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত না করলে এই সঙ্কট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও বিভাজন, মানের অবনতি, সন্ত্রাসের বিস্তার— এগুলো সমাধানের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছাও একটি বড়ো পূর্বশর্ত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। আমাদের নীতিনির্ধারকদের ও শিক্ষাবিদদের দ্রুত এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত উন্নতির মোহ কাটিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানোর সময় এসে গেছে। এ জন্য দ্রুত তৎপর হওয়া দরকার।

আমাদের নীতিনির্ধারকদের ও শিক্ষাবিদদের দ্রুত এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত উন্নতির মোহ কাটিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানোর সময় এসে গেছে। এ জন্য দ্রুত তৎপর হওয়া দরকার।